ফৎওয়া সংকলন

মাসিক আত-তাহরীক

১৮ তম বর্ষ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

প্রকাশকের নিবেদন

(كلمة الناشر)

মুমিনের দৈনন্দিন জীবনের যুগ-জিজ্ঞাসার জবাবে ছহীহ দলীলের ভিত্তিতে শরী'আতের বিধান সমূহ বর্ণনা করাকে 'ফৎওয়া' (الفتوي) বলে। পবিত্র কুরআনের ৫টি সূরায় ৯টি আয়াতে 'ফৎওয়া' শব্দটি এসেছে।[১] আল্লাহ বলেন, وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ 'তারা তোমার নিকট নারীদের সম্বন্ধে বিধান জিজ্ঞেস করছে। তুমি বলে দাও আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে বিধান দিয়েছেন...' *(নিসা ৪/১২৭)*। তিনি আরও বলেন, يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ 'লোকেরা তোমার নিকট ফৎওয়া চাচ্ছে। তুমি বলে দাও, আল্লাহ তোমাদেরকে কালালাহ'-র সম্পত্তি বণ্টন সম্পর্কে ফৎওয়া দিচ্ছেন' *(নিসা ৪/১৭৬)*।

হাদীছে এসেছে, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! إِنَّ لِى كِلاَبًا مُكَلَّبَةً فَأَفْتِنِى فِى صَيْدِهَا 'আমার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কয়েকটি কুকুর রয়েছে। এক্ষণে তাদের শিকার খাওয়া যাবে কি-না, সে বিষয়ে আপনি আমাকে ফৎওয়া দিন'।... أَفْتِنِى فِى قَوْسِى 'আমার নিক্ষিপ্ত তীরের শিকার খাওয়া যাবে কি-না...। أَفْتِنِى فِى آنِيَةِ الْمَجُوسِ 'বাধ্যগত অবস্থায় মজূসীদের পাত্রে খাওয়া যাবে কি-না... *(আবুদাঊদ হা/২৮৫৭)*। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ প্রদত্ত অহি-র আলোকে অসংখ্য ফৎওয়া প্রদান করেছেন। পরবর্তীতে ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম, তাবে তাবেঈন এবং খলীফাদের আমলে ফৎওয়া প্রদান অব্যাহত ছিল। উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধিতে ফৎওয়ার চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পাবে এটাই স্বাভাবিক।

---

১. নিসা ৪/১২৭, ১৭৬; ইউসুফ ১২/৪১, ৪৩, ৪৬; কাহফ ১৮/২২; নমল ২৭/৩২; ছাফফাত ৩৭/১১, ১৪৯।

Contents

মাসিক আত-তাহরীক ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে তার যাত্রার শুরু হ'তে 'প্রশ্নোত্তর' কলামে নিয়মিতভাবে ফৎওয়া প্রদান করে আসছে। পত্রিকাটি তার নীতি অনুযায়ী সর্বদা পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী ফৎওয়া দিয়ে থাকে।

আত-তাহরীক বিনা দলীলে কোন ফৎওয়া দেয় না। পাশাপাশি জাল ও যঈফ হাদীছ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে সাবধান করে গিয়েছেন, مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নিল' *(বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮, আব্দুল্লাহ বিন 'আমর হ'তে)*।

'আত-তাহরীক' ১ম সংখ্যা মাত্র ৩টি ফৎওয়া দিয়ে শুরু হয়। অতঃপর বৃদ্ধি পেতে পেতে ২০০৩ সালের জানুয়ারী থেকে নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে ৪০টি করে প্রশ্নোত্তর দেওয়া হচ্ছে। যার সংখ্যা পুনরুল্লেখ সহ ফেব্রুয়ারী'১৮ পর্যন্ত মোট ৮৮৩০টিতে উন্নীত হয়েছে।

শুরুতে আত-তাহরীক এর কোন ফৎওয়া বোর্ড ছিল না। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব পরে ফৎওয়া বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর পরিচালনা কমিটির বৈঠকে 'দারুল ইফতা' নামে ৮ সদস্য বিশিষ্ট ফৎওয়া বোর্ড গঠিত হয়।

উল্লেখ্য যে, প্রথম গঠিত ফৎওয়া বোর্ডের সদস্যদের অনেকেই এখন সদস্য নেই। অনেকেই মারা গেছেন। বর্তমানে অনেকে বিদেশে থেকেও কেন্দ্র থেকে প্রেরিত ফৎওয়া সমূহের উত্তর লিখে ই-মেইলে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এভাবে বর্তমানে ৭ সদস্য বিশিষ্ট ফৎওয়া বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। এতদ্ব্যতীত 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা বিভাগে'র গবেষণা সহকারীগণ সার্বিকভাবে ফৎওয়া বোর্ডকে সহযোগিতা করে থাকেন। যা ২০১০ সালের ১লা ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

আত-তাহরীকে প্রকাশিত ফৎওয়াসমূহ পৃথকভাবে সংকলন আকারে প্রকাশ করার বিষয়টি ছিল পাঠকদের বহু দিনের চাহিদা। কিন্তু নানা ব্যস্ততায় এতদিন তা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। গত বছর ১৯তম বর্ষ দ্বারা আমাদের

Contents

‘ফৎওয়া সংকলন’-এর যাত্রা শুরু হওয়ার পর এবছর ১৮তম বর্ষের ৪৮০টি ফৎওয়া প্রকাশ করা হ’ল। এরপর থেকে পিছনের বর্ষ সমূহের ফৎওয়াগুলি নিয়মিতভাবে খণ্ডাকারে প্রকাশিত হবে *ইনশাআল্লাহ*।

সংকলিত ফৎওয়াগুলি সাধ্যমত বিশুদ্ধ করা হয়েছে। এরপরেও আমাদের ভুল থাকবে। পাঠকদের নিকট কোন ভুল ধরা পড়লে জানিয়ে বাধিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’-এর দারুল ইফতা-র সাবেক ও বর্তমান সদস্যগণ এবং গবেষণা বিভাগ ও প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে আল্লাহ ইহকালে ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

পরিশেষে আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা। অতঃপর তাঁর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের প্রতি রইল অসংখ্য দরূদ ও সালাম।

নওদাপাড়া, রাজশাহী *-প্রকাশক*
২৪শে ফেব্রুয়ারী ২০১৮, শনিবার।

Contents

শারঈ মূলনীতি

১. শরী'আতে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে ছহীহ দলীল না পেলে যঈফ হাদীছ ও ইজতিহাদের মধ্যে কোনটি অগ্রগণ্য হবে? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : এক্ষেত্রে ইজতিহাদই অগ্রগণ্য হবে। কেননা ইজতিহাদ হ'ল, কোন বিষয়ে কুরআন, ছহীহ সুন্নাহ ও ইজমায়ে ছাহাবার মধ্যে স্পষ্ট সমাধান না পাওয়া গেলে উক্ত মূলনীতিগুলির আলোকে সমাধান দানের সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো। অন্যদিকে যঈফ হাদীছ কোন ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, ইবনুল 'আরাবী, ইবনু হযম, ইবনু তায়মিয়াহ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিছগণ সকল ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্জনযোগ্য বলেছেন *(বিঃ দ্রঃ জামালুদ্দীন ক্বাসেমী, ক্বাওয়াইদুত তাহদীছ; আশরাফ বিন সাঈদ, হুকমুল 'আমাল বিল হাদীছিয যঈফ)*। শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, 'যঈফ হাদীছ অতিরিক্ত ধারণার ফায়েদা দেয় মাত্র। তবে এ বিষয়ে সকল বিদ্বান একমত যে, তার উপর আমল করা বৈধ নয়' *(তামামুল মিন্নাহ, পৃ. ৩৪)*। অতএব যঈফ হাদীছ কোন ক্ষেত্রেই দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।-*নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১২/৫২।*

২. হাদীছ গ্রন্থগুলি আগে সংকলিত হয়েছে, না প্রচলিত চার মাযহাব আগে তৈরী হয়েছে? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগেই হাদীছ সংকলন শুরু হয়। মক্কা বিজয়ের পর তাঁর ভাষণের কিছু অংশ তিনি জনৈক আবু শাহকে লিখে দিতে বলেন *(বুখারী হা/২৪৩৪; মুসলিম হা/১৩৫৫)*। এছাড়া অন্যান্য প্রমাণও রয়েছে। তবে রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদীছের সংকলনকার্য শুরু হয় খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (৯৯-১০১ হি.)-এর সময়ে *(বিস্তারিত দ্রঃ মুছতফা আল-আ'যমী, দিরাসাত ফিল হাদীছিন নববী ওয়া তারীখু তাদভীনিহি)*। তৃতীয় শতাব্দী ছিল হাদীছ সংকলনের স্বর্ণযুগ। প্রচলিত চার মাযহাবের জন্ম হয়েছে ৪র্থ শতাব্দীতে। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন, 'জেনে রাখ যে, ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলমান কোন একজন নির্দিষ্ট বিদ্বানের মাযহাবের তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না' *{হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (কায়রো : ১৩৫৫/১৯৩৬), ১/১৫২ পৃ.}*।

সুতরাং প্রচলিত মাযহাব সমূহ সৃষ্টি হয়েছে হাদীছ সংকলন যুগের পরে। -*অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২৩/২৩।*

৩. 'মুরসাল' হাদীছ শরী'আতের দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য কি?

উত্তর : যে হাদীছ কোন তাবেঈ মধ্যবর্তী রাবীর নাম উল্লেখ না করে সরাসরি রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তাকে 'মুরসাল' হাদীছ বলে। 'মুরসাল' হাদীছ যঈফ হাদীছের শ্রেণীভুক্ত। এজন্য জমহূর মুহাদ্দেছীনের নিকটে মুরসাল হাদীছ সাধারণভাবে দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় *(তাদরীবুর রাবী ১/১৯৮)*।

তবে শর্তসাপেক্ষে 'মুরসাল' হাদীছ গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে। যেমন ইমাম শাফেঈ সহ অপরাপর ইমামগণ উল্লেখ করেছেন– ১. রাবী উঁচু স্তরের তাবেঈ হওয়া। ২. রাবী যে রাবীর কাছ থেকে 'ইরসাল'টি করেছেন তাঁকে 'ছিক্বাহ' বা বিশ্বস্ত বলে উল্লেখ করা। ৩. বিশ্বস্ত অন্য কোন রাবী'র বিরোধিতা না থাকা এবং ৪. নিম্নোক্ত চারটি শর্তের যে কোন একটি থাকা– যেমন (ক) অন্য কোন মুসনাদ সূত্রে বর্ণিত হওয়া। (খ) অপর কোন মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হওয়া। (গ) ছাহাবীর কওল দ্বারা সমর্থিত হওয়া। অথবা (ঘ) অধিকাংশ বিদ্বানের মতামতের অনুকূলে হওয়া। এ সকল শর্ত পাওয়া গেলেই কেবল মুরসাল হাদীছ দলীল হিসাবে বিবেচিত হ'তে পারে *(আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব ৬/২০৬; তায়সীরু মুছত্বলাহিল হাদীছ ৬০ পৃ.)*। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ৪০/২৮০।*

৪. জনৈক আলেম বলেন, যঈফ হাদীছের বিপরীতে ছহীহ হাদীছ না থাকলে, ঐ যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে। একথা কি ঠিক?

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। যঈফ হাদীছ কোন ক্ষেত্রেই আমলযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, ইবনুল 'আরাবী, ইবনু হাযম, ইবনু তায়মিয়াহ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিছগণ সকল ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্জনীয় বলেছেন *(দ্রঃ জামালুদ্দীন ক্বাসেমী, ক্বাওয়াইদুত তাহদীছ; আশরাফ বিন সাঈদ, হুকমুল 'আমাল বিল হাদীছিয যঈফ)*। শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, 'যঈফ হাদীছ অতিরিক্ত ধারণার ফায়েদা দেয় মাত্র। তবে এ বিষয়ে সকল বিদ্বান একমত যে, আহকাম ও ফাযায়েল কোন ক্ষেত্রেই যঈফ হাদীছের উপর আমল করা বৈধ নয়' *(তামামুল মিন্নাহ ৩৪ পৃ.)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ৯/৩৬৯।*

Contents

ঈমান-আক্বীদা

১. পৃথিবীতে সবসময়ই কোন না কোন স্থানে রাতের তৃতীয় প্রহর থাকে। ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আল্লাহ এ সময় দুনিয়ার আসমানে নামেন। এক্ষণে তিনি কি তাহ'লে সর্বদাই নিম্ন আকাশে থাকেন?

উত্তর : আল্লাহ আরশে সমুন্নীত এবং তিনি অবশ্যই অবতরণ করেন, যেভাবে অবতরণ করা তাঁর মর্যাদার উপযোগী হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন এবং ফজর পর্যন্ত বান্দাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, কে আছ আমাকে আহ্বানকারী, আমি তার আহ্বানে সাড়া দেব। কে আছ আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করব। কে আছ আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করব'। এভাবে বলতে থাকেন যতক্ষণ না ফজরের আলো স্পষ্ট হয়' *(বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩)*। হাদীছটি মুতাশাবিহ, যার অর্থ স্পষ্ট। কিন্তু ব্যাখ্যা অস্পষ্ট। অতএব আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের উপর ঈমান রাখা আবশ্যক। অস্পষ্ট বিষয়ের পিছনে ছুটতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন *(আলে ইমরান ৩/৭, ইসরা ১৭/৩৬)*। আল্লাহ্র কুরসী আকাশ ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*। তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন' *(শূরা ৪২/১১)*। তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সবকিছু প্রকাশ্য অর্থে বিশ্বাস করতে হবে কোনরূপ পরিবর্তন, প্রকৃতি নির্ধারণ, শূন্যকরণ, তুলনাকরণ বা ন্যস্তকরণ ছাড়াই *(বিস্তারিত দ্রঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' থিসিস, পৃ. ১১৭)*। মানবজাতিকে আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞানের খুব সীমিত অংশই দান করেছেন। তাছাড়া পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রভাবিত মানুষের জ্ঞান ত্রুটিহীন নয়। সুতরাং গায়েবের বিষয় নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা নিতান্ত ই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। বরং ছহীহ হাদীছের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে আল্লাহ্র ইবাদতে রত হ'তে হবে। *-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৫/৫।*

২. ফেরেশতাগণ কি মৃত্যুবরণ করবেন? এ ব্যাপারে কুরআন বা হাদীছে কিছু বর্ণিত হয়েছে কি?

উত্তর : আল্লাহ বলেন, ..এবং শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে। ফলে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সবাই অজ্ঞান হয়ে পড়বে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা

ব্যতীত। অতঃপর দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন সকলে দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে *(যুমার ৩৯/৬৮)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আসমান ও যমীনবাসী সকলে মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর সবশেষে মালাকুল মাউত মারা যাবেন এবং শুধুমাত্র আল্লাহ বাকী থাকবেন, যিনি চিরঞ্জীব *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা যুমার ৬৮ আয়াত)*। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, সমস্ত সৃষ্টি মৃত্যুবরণ করবে, এমনকি ফেরেশতারাও। অবশেষে মালাকুল মউতও *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/২৫৯, ১৬/৩৪)*। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১৯/৫৯।*

৩. জনৈক ব্যক্তি হাদীছ অস্বীকার করে এবং বর্তমানে শেষ নবী হিসাবে কেবল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই অনুসরণীয়, সেটা সে বিশ্বাস করে না। এরূপ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখা বা তার যবেহকৃত পশু খাওয়া হালাল হবে কি?

উত্তর : হাদীছকে এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শেষনবী হিসাবে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল' *(নিসা ৪/৮০)*। তিনি বলেন, রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত হও' *(হাশর ৫৯/৭)*। তিনিই শেষনবী। তাঁর পরে আর কোন নবী নেই। আল্লাহ বলেন, 'মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল ও শেষনবী' *(আহযাব ৩৩/৪০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার ও নবীগণের উদাহরণ একটি প্রাসাদের ন্যায়, যা সুন্দরভাবে নির্মিত হয়েছে। কিন্তু একখানা ইটের জায়গা খালি ছিল। আমাকে দিয়ে সেই ইটের জায়গাটি বন্ধ করা হয়েছে এবং আমাকে দিয়েই নবীদের সিলসিলা সমাপ্ত করা হয়েছে। আমি সেই ইট এবং আমিই শেষনবী' *(বুখারী হা/৩৫৩৫; মুসলিম হা/২২৮৬; মিশকাত হা/৫৭৪৫)*। আমার পরে আর কোন নবী নেই *(বুখারী হা/৩৪৫৫; মুসলিম হা/১৮৪২; মিশকাত হা/৩৬৭৫)*। প্রত্যেক নবী স্ব স্ব গোত্রের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমি মানবজাতির সকলের প্রতি, অন্য বর্ণনায় সকল সৃষ্টজীবের প্রতি প্রেরিত হয়েছি এবং আমাকে দিয়েই নবীদের আগমন সমাপ্ত করা হয়েছে *(বুখারী হা/৪৩৮; মুসলিম হা/৫২১, ৫২৩; মিশকাত হা/৫৭৪৭-৪৮)*।

আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা পৃথক বিধান ও পন্থা নির্ধারণ করেছি' *(মায়েদাহ ৫/৪৮)*। 'আর আমরা তোমাকে প্রেরণ করেছি মানবজাতির সকলের জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে' *(সাবা ৩৪/২৮)*। অতএব শেষনবী আগমনের পরে বিগত সকল নবীর শরী'আত রহিত হয়ে

গেছে *(ইবনু কাছীর)*। যেমন বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম করে বলছি, এ উম্মতের কেউ যদি আমার আনীত দ্বীন গ্রহণ ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ করে, সে ইহূদী হৌক বা নাছারা হৌক, অবশ্যই সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে' *(মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০)*।

যেহেতু সে কাফের, অতএব তার যবেহকৃত পশু খাওয়া হালাল হবে না। তবে তার সাথে সামাজিক সম্পর্ক রাখা যাবে। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২৩/৬৩।*

৪. কেবল পরিদর্শনের জন্য মাযার বা শিরকী কার্যকলাপ চলে এরূপ স্থানে যাওয়া যাবে কি?

উত্তর : স্রেফ উপদেশ হাছিলের জন্য এসব স্থানে গমন করা যায়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর। অতঃপর দেখ মিথ্যারোপকারীদের পরিণতি কেমন হয়েছে' *(আন'আম ৬/১১)*। *-ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৯/৮৯।*

৫. রাসূল (ছাঃ) কি নূরের না মাটির তৈরী? তিনি যে নূরের তৈরী সূরা মায়েদার ১৫নং আয়াত কি তার প্রমাণ নয়?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাটির মানুষ ছিলেন; নূরের তৈরী নন। আল্লাহ বলেন, '(হে নবী!) 'তুমি বলে দাও, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মত একজন মানুষ মাত্র' *(কাহ্ফ ১৮/১১০)*। এটা কেবল আমাদের নবীই নন, বরং বিগত সকল নবীই স্ব স্ব কওমের উদ্দেশ্যে একথা বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের মত মানুষ মাত্র' *(ইবরাহীম ১৪/১১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি তো একজন মানুষ। আমিও তোমাদের মত ভুলে যাই। সুতরাং আমি (ছালাতে কিছু) ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ো' *(বুখারী হা/৪০১; মুসলিম হা/৫৭২; মিশকাত হা/১০১৬ 'সিজদায়ে সহো' অনুচ্ছেদ)*। তিনি আরো বলেন, 'আমি একজন মানুষ। আমি তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে কোন কিছু আদেশ করলে তা গ্রহণ করবে। আর নিজস্ব রায় থেকে কিছু বললে আমি একজন মানুষ মাত্র'। অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে আমার ভুলও হ'তে পারে *(মুসলিম হা/২৩৬৫, মিশকাত হা/১৪৭)*।

বস্তুতঃ ফেরেশতারা হ'ল নূরের তৈরী, জিনেরা আগুনের তৈরী এবং মানুষ হ'ল মাটির তৈরী *(মুসলিম হা/২৯৯৬; মিশকাত হা/৫৭০১; মুমিনূন ২৩/১২; আন'আম ৬/২)*।